দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ত্রিশালে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ৭৬ প্রাথমিক বিদ্যালয়

■ **ফারুক আহমেদ, ত্রিশাল সংবাদদাতা**

ময়মনসিংহের ত্রিশালে ১৮০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭৬টি বিদ্যালয়ই চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে। ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি বন্ধ থাকায় এই সমস্যা হচ্ছে বলে একাধিক সূত্রে জানা যায়।

সূত্র মতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০০৯ সাল থেকে মামলাজনিত কারণে সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে। ফলে মাঠপর্যায়ে সরকারের পলিসি ও নীতি বাস্তবায়নেও সমস্যা হচ্ছে।

অপরদিকে বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক না থাকায় সহকারী শিক্ষকদেরই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের ফলে দাপ্তরিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বিদ্যালয়ের পাঠদানে অন্য শিক্ষকদের বাড়তি চাপ নিতে হচ্ছে। এ ছাড়া এই উপজেলায় ২০টি সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে।

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী, প্রধান শিক্ষক পদে ৬৫ শতাংশ এবং ৩৫ শতাংশ সরাসরি নিয়োগ করার বিধান থাকলেও এর বাস্তবায়ন না থাকায় সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সূত্র মতে, উপজেলার কোনো কোনো বিদ্যালয়ে পাঁচ থেকে ১০ বছর ধরে চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে। এ ছাড়া পদোন্নতি না থাকায় ২৭-৩৩ বছর ধরে সহকারী শিক্ষক পদে চাকরি করছেন— এমন শিক্ষকের সংখ্যাও অনেক।

> ত্রিশালে ১৮০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭৬টি বিদ্যালয়ই চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে। ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্যানুযায়ী— আমিরাবাড়ী ক্লাস্টারে ১৭টি, পোড়াবাড়ী ক্লাস্টারে ১৫, বিয়ারা ক্লাস্টারে ১৩, সাখুয়া ক্লাস্টারে ৯, ধানীখোলা ক্লাস্টারে আট, বাগান ক্লাস্টারের সাত, বিলবোকা ক্লাস্টারে চার এবং ত্রিশাল পৌরসভায় তিনটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে।

বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে— হরিরামপুর পূর্ব, মাগুরজোড়া, গোলাভিটা, রায়েরগ্রাম, চাউলাদী চান্দেরটিকি, নিঘোরকান্দা, চাউলাদী এম এইচ, শেখ আব্দুল হাই একাডেমি, ধনিয়ারচালা, গুজিয়াম দক্ষিণপাড়া, কোনাবড়ী, অলহরী জয়দা, অলহরী দুর্গাপুর, মঠবাড়ী উত্তর, আনিস মান্নান, পাঁচপাড়া সরকার বাড়ি, আউলটিয়া কামাল উদ্দিন, লালপুর, জামতলী, বাদামিয়া, মঠবাড়ী, কুরুয়াগাছা, নিজবাখাইল উত্তর, সানকিভাঙ্গা দক্ষিণ, সানকিভাঙ্গা বিবাদিয়া, ফুটি, ১৬৯নং মঠবাড়ী, হরিয়াগুনি, খাঘাটি মধ্যপাড়া, খাঘাটি নতুন বাজার, রায়মনি দক্ষিণ, বামনাখালী, চিকনা মনোহর, ধানীখোলা দক্ষিণ ভাটিপাড়া, দক্ষিণ ধানীখোলা, উজানদাসপাড়া, সোনাখালী পাজলার চর, পলাশতলী, শিমুলিয়াপাড়া, সোনাখালী মধ্যপাড়া, ঝাইয়ারপাড়, ভাওয়ালিয়াপাড়া, ধানীখোলা ঝাইয়ারপাড়, চকরামপুর, বাবুপুর, সাখুয়া, কাজিরকান্দা, আখরাইল, কাকচর উত্তর, সাখুয়া শেখবাজার, নগরচড়া, বীররামপুর নামপাড়া, বাহাদুরপুর, চরমাদাখালী নতুন চর, ধলা নামাপাড়া, ধলা খাঁপাড়া, মান্দাটিয়া, কুষ্টিয়া দ্বিতীয় খ, ঝিলকি, চাঁদবাড়ী, বড়মা, ফাতেমা জালাল, দেওপাড়া, তালতলা, বালিদিয়া কচিকাঁচা, বেকির চরমাদুশা, বানিয়া ধলা, যশ্বিদার কালিম উদ্দিন, বড়গাঁও, কাঁঠালিবন্দ, গুজিয়াম, কাঁচাচড়া, কুর্ষানগর ও নামা বড়গাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ আহমেদ জানান, মাঠপর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে অতিদ্রুত প্রধান শিক্ষক পদে ৩৫ শতাংশ সরাসরি নিয়োগ এবং ৬৫ শতাংশ পদে পদোন্নতি/চলতি দায়িত্ব প্রদান করলে দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু জাফর রিপন বলেন, বিষয়টির আমি খোঁজ নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে। আশা করি, দ্রুত সমাধানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলো সমাধান হবে।